মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে

শঙ্খ ঘোষ

পঞ্চাশের দশকের অন্যতম কবি শঙ্খ ঘোষ কবিতার রূপ নির্মাণে যেমন সিদ্ধ হস্ত, তেমনি পরিশীলিত জীবন চেতনার প্রকাশেও সমুজ্জ্বল। তাঁর কবিতা মানব মহিমার এক বিশাল দিগন্তকে স্পর্শ করে ব্যক্তিক জীবন সাধনার সঙ্গে সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনাকে একই স্রোতধারায় মেলাতে উৎসাহী। তিনি সমসাময়িক নিপুণ শিল্পীর মতন শিল্প সুধারসে নানান প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ও ইঙ্গিতে কাব্যরস সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছেন। শঙ্খ ঘোষের ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’ কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’ সমকালীন সমাজের পণ্য আধুনিকতা বা পণ্যসর্বস্বতাকে পরিস্ফুট করেছেন, যেখানে সমাজ ঢেকে যাচ্ছে তথাকথিত বিজ্ঞাপনের আড়ালে।

পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন ছাপানোটা আজ এত সস্তা ও সহজ যে আজ একজন সাধারন মানুষ চাইলেই যে কোন কিছু ছাপিয়ে নিতে পারে। ‘সস্তা’ কথাটির মধ্যে এক ধরনের বাড়াবাড়ি থাকে। আর আমাদের বিবেক, চেতনা, রুচিবোধ ক্রমেই সস্তা হয়ে যাচ্ছে বলে আমরা সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি করি। আমরা প্রতিযোগিতা করি কে কত বেশি নিজেকে প্রকাশ করতে পারছি। তার জন্য অসম্ভবকেও সম্ভবের নেশায় মেতে উঠি। বিজ্ঞাপনে দৌলতে আজ আমরা হারিয়ে ফেলতে বসেছি নিজেদের অস্তিত্বকে। দেশের সর্বএই চালু হয়েছে ‘ব্যানার কালচার’, যা সমাজকে নষ্ট করে দিচ্ছে। কবি শঙ্খ ঘোষ মনে করেন দেখানোর এই দুনিয়াতে আজ খাঁটি কিছুই মানুষ গ্রহণ করে না যদি তা না বিজ্ঞাপনের আওতায় না আসে। তাই কোন সাধারণ কথাও আমরা বলতে গিয়ে হারিয়ে যাই নানান জৌলুসে। তাই কবি বলেছেন –

“একটা দুটো সহজ কথা
বলব ভাবি চোখের আড়ে
জৌলুশে তা ঝলসে ওঠে
বিজ্ঞাপনে,রংবাহারে।”

কবি মনে করেছেন মানুষের শুভ চিন্তাগুলো কখনো কখনো ঢেকে যায় অশুভ মেঘে কিংবা চটকদার ভিন্ন আবরণে। তাই আজ সমাজে মানুষ অন্যকে দেখার দৃষ্টি বদলে দিয়েছে। বিজ্ঞাপনের রংবাহারে মানুষ আজ আসল নকল ধরতেই পারছে না। হারিয়ে ফেলেছে নৈতিক বোধ, মানুষ চরিত্র আজ ঢেকে যাচ্ছে বাহ্যিক আরম্ভরে। মানুষ নিজে যা তার থেকে বাড়িয়ে বলার প্রবণতা যেন মানুষকে ক্রমেই আঁকড়ে ধরেছে। অর্থাৎ বিজ্ঞাপন মানুষকে করে তুলেছে প্রচার সর্বস্ব। তাই কবি যথার্থই বলেছেন–

"হা রে আমার বাড়িয়ে বলা
হা রে আমার জন্মভূমি।"

বিজ্ঞাপন মানুষের চোখে পর্দা পড়িয়ে দিয়েছে। নিজেদের সংস্কৃতিকে ভুলে মানুষ আজ মেতে উঠেছে বিজ্ঞাপনের জৌলুশে। তাই আজ মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত বোধ হারিয়ে ফেলেছে। বিজ্ঞাপন যেভাবে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে তাতে আমাদের নিজস্ব পছন্দ–অপছন্দ করার ক্ষমতা আজ লুপ্ত। বিজ্ঞাপন যা বলছে তাতেই আমরা মেতে উঠছি। তাই কবি মনে করেন–

"নিয়ন আলোয় পণ্য হলো
যা কিছু আজ ব্যাক্তিগত।"

বিজ্ঞাপনের কাছে আজ আর ব্যক্তিগত কিছু নেই, সবটাই বিকিয়ে গেছে। মানুষের কাছে কোন জিনিসের ভালো লাগাটাও হয়ে উঠেছে বিজ্ঞাপনের নিরিখে। মানুষ আজ রঙিয়ে–চড়িয়ে মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দিচ্ছে বিজ্ঞাপনের মোড়কে। কথার রংবাহারে মানুষ ভুলেই গেছে তার নিজস্বতাকে। তাই বিজ্ঞাপনের জৌলুশে মানুষের সময় নেই অন্যের কথা শোনার। বিজ্ঞাপনের মেকিসর্বস্বতা, প্রচার সর্বস্বতাকে আমরা গ্রহণ করে সঁপে দিয়েছি জীবনের সবটাই। তাই ব্যক্তিগত মুখ আর চোখে পড়ে না, সামনে কেবল মুখোশের ছড়াছড়ি, যার আড়ালে সত্য আজ হারিয়ে গেছে, রয়েছে কেবল বিজ্ঞাপনের জৌলুসতা।

ড. সৌমেন দেবনাথ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডোমকল কলেজ